# 219681 - একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করার ধরণ কীরূপ?

প্রশ্ন

আপনারা কি ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করার ধরণ কীরূপ? সূরা ইউসুফে আল্লাহ্‌ তাআলা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে: "আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পেশ করছি। আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না।"[সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৫] সূরা মুজাদালাতে এসেছে: "আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ আপনাদের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

অভিযোগ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই পেশ করা উচিত। কেননা এটি স্বীয় প্রভুর প্রতি বান্দার পরিপূর্ণ দাসত্ব, তাওয়াক্কুল (ভরসা), তাঁর মুখাপেক্ষী তাঁর ভিখারী হয়ে থাকা এবং মানুষ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিমুখ হয়ে তাঁর অভিমুখী হওয়ার মধ্যে পড়ে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: "অভিযোগ দিতে হবে কেবল আল্লাহ্‌র কাছে; যেমনিভাবে নেকেকার বান্দা বলেছিলেন: আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পেশ করছি [মিনহাজুস সুন্নাহ (৪/২৪৪) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যিমে (রহঃ) বলেছেন:

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তাআলা তাঁর গ্রন্থে উত্তম ধৈর্য ধরা, উত্তম ক্ষমা করা ও উত্তম বিচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন: 'উত্তম ধৈর্য হচ্ছে যাতে বা যার সাথে কোন অভিযোগ নাই। উত্তম ক্ষমা করা হচ্ছে- যার সাথে কোন তিরস্কার নেই। উত্তম বিচ্ছেদ হচ্ছে যার সাথে কোন কষ্ট দেয়া নাই'। আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করা ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ধৈর্য ধরার ওয়াদা করেছেন। আর কোন নবী যখন কোন ওয়াদা করেন তিনি সেটার বরখেলাফ করেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বলেছেন: আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পেশ করছি। অনুরূপভাবে আইয়ুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা জানিয়েছেন যে, তিনি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছেন। অথচ তিনি বলেছেন: "আমাকে কষ্ট পেয়ে বসেছে; আর আপনি হচ্ছে

সর্বশ্রষ্ঠে দয়াবান।"[সূরা আম্বয়িা, আয়াত: ৮৩] ধর্যৈরে সাথে সাংঘর্ষকি হচ্ছে আল্লাহ্র ব্যাপারে অভযিোগ করা; আল্লাহ্র কাছে অভযিোগ করা নয়। যমেনটি বর্ণতি আছে যে, এক লোক অপর এক লোককে অন্য এক লোকেরে কাছে দারদ্রি ও জরুরতরে (নরিুপায়রে) অভযিোগ করতে দখেে বলল: যনিি তোমার প্রতি দয়া করবনে তার ব্যাপারে অভযিোগ করছ এমন ব্যক্তরি কাছে যে তোমার প্রতি দয়া করবে না। এরপর পংক্তি আওড়ালো:

যদি তুমি কোন পরীক্ষার শকিার হও তাহলে তাতে ধর্যৈ ধর; মহানুভব ব্যক্তরি ধর্যৈরে মত; যহেতেু তনিি তোমার ব্যাপারে সম্যক অবগত।

যদি তুমি কোন বনী আদমরে কাছে অভযিোগ কর; তবে তুমি যনে দয়াময়রে বরিুদ্ধে নর্দিয়রে কাছে অভযিোগ করছ।[মাদারজিুস সালকেীন (২/১৬০)]

তনিি আরও বলনে:

অভযিোগ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার: আল্লাহ্র কাছে অভযিোগ করা। এটি ধর্যৈরে সাথে সাংঘর্ষকি নয়। যমেনভাবে ইয়াকুব আলাইহসি সালাম বলছেলিনে: আমি আমার অসহনীয় বদেনা ও আমার দুঃখরে অভযিোগ শুধু আল্লাহর কাছইে পশে করছি। অথচ তনিইি বলছেনে: *"উত্তম ধর্যৈ ধারনই (আমার সদ্ধিান্ত)"*। আইয়ুব আলাইহসি সালাম বলছেনে: আমাকে কষ্ট পয়েে বসছে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা তাকে ধর্যৈরে গুণে বশিষেতি করছেনে। ধর্যৈশীলদরে নতো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: *"হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আমার দুর্বল শক্তি ও দুর্বল উপকরণরে অভযিোগ করছি"।*

দ্বতিীয় প্রকার: পরীক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তরি মুখরে ভাষায় কংিবা আচরণরে ভাষায় অভযিোগ করা। এই অভযিোগ ও ধর্যৈ একত্রতি হতে পারে না। বরং এটি ধর্যৈরে বপিরীত এবং ধর্যৈকে নাকচ করে দয়ে। অতএব, আল্লাহ্র ব্যাপারে অভযিোগ করা ও আল্লাহ্র কাছে অভযিোগ করা দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে।[উদ্দাতুস সাবরীন (পৃষ্ঠা-১৭) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ সা'দী (রহঃ) বলনে:

"আল্লাহ্র কাছে অভযিোগ করা ধর্যৈরে সাথে সাংঘর্ষকি নয়। বরং যা ধর্যৈরে সাথে সাংঘর্ষকি সটো হল মাখলুকরে কাছে অভযিোগ করা।"[তাফসরিে সা'দী (পৃষ্ঠা-৪১১)]

অতএব আল্লাহ্র কাছে অভযিোগ হল: কোন বান্দা কোন কছিুতে আক্রান্ত হলে কংিবা কোন বপিদ তার উপর এসে পড়লে কংিবা কোন প্রয়োজনে পড়ে গলে: কবেলমাত্র আল্লাহ্র কাছে অভযিোগ পশে করা। তাঁর কাছইে প্রয়োজনটি উত্থাপন করা ও পশে করা। প্রয়োজন ও অভযিোগরে ক্ষত্রেে যা হচ্ছে আম্বয়িা আলাইহমিুস সালামরে বশৈষ্ট্যি। তাই বান্দা তার প্রভুকে স্মরণ করবে, তাঁকে ডাকবে, তাঁর কাছে মনিতি করবে, তওবা করবে, ফরিে আসবে এবং বভিন্নি ইবাদতরে মাধ্যমে তাঁর নকিটবর্তী হবে। কনেনা এটা আল্লাহর পরপিূর্ণ দাসত্ব ও তাঁর উপর তাওয়াক্কুলরে অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।